প্রজ্ঞাপনঃ ২০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-প্রশাসন/৮১-৯১ (অংশ)/১২৪৩ (১৩৫) তারিখঃ ২৫/৬/২০০০

পরিপত্র নং ০১/২০০০

বিষয়ঃ **অপরাধ দমন ও আইন-শৃংখলা রক্ষায় জনসাধারণের সহযৌগিতা প্রসঙ্গে।**

সমাজে আইন-শৃংখলা রক্ষা ও অপরাধ দমন পুলিশের প্রধান কাজ। জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া গেলে অপরাধ দমন ও আইন-শৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশের কাজ সহজতর হয় এবং সমাজে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়। কাজেই বাহিনী হিসাবে সাফল্য অর্জনের জন্য পুলিশ সদস্য কর্তৃক জনসাধারণের আস্থা অর্জন গুরুত্বপূর্ণ।

এই সংক্রান্ত পিআরবি ভলিউম ১-এর বিধি ৩৩-এ বিধৃত আছে যেঃ

33. (a) No Police force can work, successfully unless it wins the respect and good-will of the public and secure its co-operation. All ranks, therefore, while being firm in the execution of their duty must show forbearance, civility and courtesy towards all classes. Officers of superior rank must not only observe this instruction themselves but on all occasions impress their subordinates with the necessity of causing as little friction as possible in the performance of their duties.

(b) Rudeness, harshness and brutality are forbidden; and every officer of supperior rand must take immediate stops for the punishment of any offenders who come to his notice.

(c) No officer should be recommended for promotion who habitually disregards the above instructions.

(d) Every officer, especially an officer of or above the rank of Deputy Superintendent, shall be easily accessible, both at headquarters and when on tour, to [Indian] gentlemen, whether officials or non-officials, and to other respectable persons and shall encourage them to communicate their opinions to him freely.

(e) Officers responsible for training a probationary Assistant Superintendent shall impress upon him the necessity for showing courtesy towards (Indian] gentlemen and teach him how to conduct himself towards them.

পুলিশ সার্ভিসের সকল সদস্যকে বিধি মোতাবেক জনসাধারণের সহিত যথাযথ ভদ্র ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করিবার জন্য নির্দেশ করা হইল।

স্বাঃ২০/৬/২০০০
(মোহাম্মদ নুরুল হুদা)
ইন্সপেক্টর জেনারেল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-অপরাধ-৮/৬৬-২০০০ (ডিএমপি)/৯৪৪(৯০) তারিখঃ ২৬/৬/২০০০

প্রতি,

পুলিশ সুপার, ঢাকা।

বিষয়ঃ **আদালতের বিভিন্ন গ্রেফতারী পরোয়ানা/মালক্রোকী পরোয়ানা/সাজা পরোয়ানা/সাক্ষীর পরোয়ানা/সমন জারিকরণ প্রসঙ্গে।**

উপরোক্ত বিষয়ে জানানো যাইতেছে, বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষীর পরোয়ানা/ সমন/সাজা পরোয়ানা ও আসামীর মালক্রোকী/হুলিয়া পরোয়ানা ইত্যাদি যথাযথভাবে এবং সঠিক সময়ে জারির উপর মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন ও বিভিন্ন ধরনের অপরাধপ্রবণতাবোধ অনেকাংশেই নির্ভর করিবে। বর্তমানে দেশের সকল জেলা/ইউনিটে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাক্ষীর পরোয়ানা/সমন/সাজা পরোয়ানা ও আসামীর মালক্রোকী/হুলিয়া পরোয়ানা ইত্যাদি মুলতবী রহিয়াছে৷

এত অধিক সংখ্যক পরোয়ানা/সমন ইত্যাদি পুলিশের নিকট পেন্ডিং থাকিলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি অনেকাংশেই বিঘ্নিত হইবে এবং বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের আস্থা হাস পাইবে৷ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই বিষয়ে পুলিশ বিশেষ যত্নবান হইলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির সহায়ক হইবে। গ্রেফতারী পরোয়ানা/মালক্রোকী/হুলিয়া পরোয়ানা/সাজা৷ পরোয়ানা/সাক্ষীর পরোয়ানা/সমন ইত্যাদি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আপনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে জারি/তামিলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে আদিষ্ট হইয়া অনুরোধ জানানো হইল৷

স্বাঃ
এআইজি (অপরাধ ৪)
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

স্মারক নং-৩৯৭০(২৫)/ই তারিখঃ ২৪/৭/২০০০
অনুলিপি অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র থানার সকল ইউনিটে প্রেরণ করা হইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা৷

পরিপত্র নং ০৩/২০০০

বিষয়ঃ পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা প্রসঙ্গে৷

শান্তি-শঙখলা রক্ষার কার্যে পুলিশকে সহায়তার উদ্দেশ্যে বিডিআর ফোর্স মোতায়েন করা হইয়া থাকে এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুসারে কোন কোন সময় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদেরকেও সহযোগিতা দানের জন্য আহ্বান করা করা হইয়া থাকে। নির্বাচন অনুষ্ঠান ও প্রাকৃতিক দুর্যোগমোকাবেলায় পুলিশের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্মানিত সদস্যগণ নিরলস কাজ করিয়া থাকেন৷ সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও পুলিশ, বিডিআর, নৌ-বাহিনী, কোস্ট গার্ডের সদস্যগণ একযোগে কাজ করিয়া থাকেন। ইতিপূর্বে আমাদের এই সকল বাহিনীর সদস্যবৃন্দ নিয়ম-শৃংখলা ও অনুকূল পরিরেশে সুষ্ঠু সমন্বয়ে একযোগে কাজ করিয়া অতি সহজেই জাতীয় সমস্যা সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন৷ সুতরাং সকল বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সদ্ভাব ও সহমর্মিতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়৷

উল্লেখ্য যে, একই জায়গায় বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের কাজকর্ম ও চলাফেরায় বিভিন্ন সময়ে ভুল-ত্রুটি ও ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকিতে পারে৷ যদি কখনও বিভিন্ন ফোর্সের মধ্যে কোন রকম মতবিরোধ, ভুল-ত্রুটি ও নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ হইয়া থাকে তাহা হইলে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনিয়া বিধি অনুসারে সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন৷ এই সমস্ত বিষয়ে কঠোর মনোভাব পোষণ করিয়া কাহাকেও অযথা গ্রেফতার ও হয়রানি করা সমীসীন নহে৷ সম্প্রতি দেশের কয়েকটি স্থানে পুলিশ বাহিনীর সদস্য ও অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে৷ সংঘটিত কতিপয় অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর ধটনার খবর পাওয়া গিয়াছে৷

উপরোক্ত পরিস্থিতি নিরসনের জন্য এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করা যাইতেছে যে, কোন সুশৃঙখল বাহিনী যথা সেনা, নৌ, বিমান, বিডিআর, কোস্ট কার্ড বাহিনীর কোন সদস্য পুলিশের কোন সদস্যের সহিত অবাঞ্ছিত ঘটনার সূত্রপাত করিলে অথবা কোন অপরাধ করিলে এবং উহা যদি জঘন্য কোন অপরাধ না হয় তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করিয়া উহা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সুপ্রীম কমান্ডকে অবহিত করিবার নিমিত্তে মাঠ পর্যায়ের সকল পুলিশ কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে৷ এই সংক্রান্ত ইতিপূর্বে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হইতে প্রেরিত স্মারক নং এস/১০২-৮৮/১৩৮৮ (৯১) তাং ১১/৯/৯০ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের৷ স্মারক নং ২/৫৪/৯০ অভি/৮১৪ তাং ২৭/৮/৯০ অনুসরণযোগ্য৷

পক্ষান্তরে পুলিশের কোন সদস্য অন্য কোন বাহিনীর সদস্যদের সাথে উপরোক্ত আদেশ অমান্য করিয়া কোন রকম দুর্ব্যবহার, অসদাচরণ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাহার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। চলতি সনে এই ধরনের যেই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে। সেইগুলি সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধান নিজের তদারকিতে যথানিয়মে নিষ্পত্তি করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

পুলিশ ও আন্যান্য সহযোগী বাহিনীর মধ্যে বিরাজমান সু-সম্পর্ক দেশ ও জাতির স্বার্থে অবশ্যই সমুন্নত রাখিতে হইবে। এই বিষয়ে সকল ইউনিট প্রধানের ব্যক্তিগত দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

স্বাঃ ০২/১০/২০০০
(মুহাম্মদ নুরুল হুদা)
ইন্সপেক্টর জেনারেল